সুন্নাহ সমগ্র

নবি ﷺ-এর সকল হাদীস একসঙ্গে, পুনরাবৃত্তি বাদে

১

সবার ওপরে ঈমান

বিষয়সূচি

ভূমিকা ২২

সুন্নাহর অপরিহার্যতা ২২

হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলির বৈশিষ্ট্য ২৪

হাদীসের সংকলন-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ২৫

হাদীসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ ২৫

কেন এই নতুন সংকলন? ২৭

যেসব গ্রন্থের সকল হাদীস একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৩০

সংকলন-পদ্ধতি ৩১

হুবহু অনুবাদের ক্ষেত্রে হাদীস-নির্বাচন-পদ্ধতি ৩১

হাদীসের মান-নির্ধারণ ৩১

বইটি পড়ার পদ্ধতি ৩২

মূলপাঠ ও পাদটীকা ৩২

তথ্যসূত্র ৩৩

ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট ৩৪

সবার ওপরে ঈমান ৩৫

ঈমান ও ইসলামের পরিচয় ৩৬

ঈমান ও ইসলাম: আস্থা ও আত্মসমর্পণ ৩৬

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক: একটি অন্তরে, আরেকটি প্রকাশ্যে ৩৬

প্রত্যেকের জন্ম ইসলাম নিয়ে, পরে তাকে বিপথগামী করা হয় ৩৮

প্রশ্নোত্তরে ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সানের ব্যাখ্যা এবং কিয়ামাতের আলামত ৪১

উমর ﷺ-এর বিবরণী ৪১
আবূ হুরায়রা ও আবূ যার ﷺ-এর বিবরণী ৪৫
ঈমান, ইসলাম ও দ্বীনের পরিধি ৪৮
ইসলাম, ঈমান, হিজরত ও জিহাদের পরিচয় ৪৮
ইসলামের পাঁচটি খুঁটি: তাওহীদ, নামাজ, যাকাত, রোযা ও হজ ৫০
প্রথমে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান, তারপর আল্লাহর ওপর ঈমান ৫১
ইসলামের রক্ষাকবচ, মজবুত রশি ও বন্ধন-রজ্জু ৫২
বানূ আমির গোত্রের একব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাব ৫৩
উমর ﷺ-এর জবাবে ঈমানের বিভিন্ন দিক ৫৪
দিমাম ইবনু সা'লাবা ﷺ-এর প্রশ্নে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় ৫৫
নবি ﷺ-এর সঙ্গে এক বেদুইনের প্রশ্নোত্তরে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় ৫৬
নবি ﷺ-এর সঙ্গে দিমাম ইবনু সা'লাবা ﷺ-এর আরেকটি প্রশ্নোত্তর-পর্ব ৫৮
বাহ্য ইবনু হাকীমের দাদার প্রশ্নের জবাবে ইসলামের কিছু নিদর্শন ৬০
ঈমানের নিদর্শন ৬১
ইসলামের কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন ৬২
আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল ও ইসলামকে দ্বীন মানার নাম ঈমান .. ৬৩
স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা চাই ৬৪
সর্বোত্তম ঈমান হলো—আমি যেখানেই থাকি, আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন ৬৫
প্রশ্নের মুখোমুখি হলে ঈমানের ব্যাপারে নিঃসংশয় থাকা চাই ৬৫
প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে নিজেকে 'মুমিন' বলে পরিচয় দেওয়া অনুচিত ৬৫
ফেরেশতাদের ঈমানের সঙ্গে নিজের ঈমানের তুলনা করা অনুচিত ৬৫
রাগ, সন্তুষ্টি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে ঈমানের দাবি ৬৬

ঈমানের মহত্ত্ব ৬৭
ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না ৬৭
সরিষার দানা বা অণু পরিমাণ ঈমান থাকলেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে ৬৭
জান্নাতে যেতে হলে যেসব বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি ৬৯

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৭১
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা কী বোঝায়? ৭১
মানুষ কাকে কাকে 'ইলাহ্' হিসেবে মানে? ৭৩
কামনারূপী ইলাহ্ ৭৩
ইলাহ্ ও রবের আসনে নেতা..... ৭৩
মনগড়া ইলাহ্দের অসারতা ৭৬
ঈমানের সর্বোত্তম শাখা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ৭৭
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সঙ্গে কথা-কাজে সঠিক পথ অনুসরণ করতে হবে ... ৭৭
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ওপর অটল থেকে মারা গেলে জান্নাতের ওয়াদা ৭৯
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার ভিত্তিতে জাহান্নাম হারাম ৮০
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়াই কি মুক্তির জন্য যথেষ্ট?..... ৮৩
এক সফরে নবি ﷺ-এর ভাষণ ৮৪
যেসব হাদীসে এক-দুটি কাজের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে মূলনীতি ৮৪
আল্লাহর উলূহিয়াতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জান্নাত: বিষয়টি উমর ﷺ যেভাবে বুঝেছেন ৮৫
এ-তত্ত্ব প্রচার করতে গেলে আবূ হুরায়রা ﷺ-কে উমর ﷺ-এর বাধা ৮৫
আবূ বকর ﷺ-কে উমর ﷺ-এর বাধা ৮৬
আবূ মূসা ﷺ-কে রাসূল ﷺ-এর কাছে ফেরত পাঠানো..... ৮৭
মুআয ﷺ-কে বাধা প্রদান ৮৮
বিলাল ﷺ-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ-এর মন্তব্য ৮৮
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য হতে হবে ইখলাস বা নিষ্ঠার সঙ্গে ৮৯
ইখলাস বা নিষ্ঠার মানে কী? ৮৯
মৃত্যুর সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেওয়া ৮৯
সেই সাক্ষ্য হতে হবে অন্তর থেকে ৯০
তাওহীদের পাশাপাশি রিসালাতের সাক্ষ্য: হাস্সান ﷺ-এর একটি কবিতা ৯০
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য হতে হবে সন্দেহমুক্ত ৯১
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সম্পর্কে বিশেষ বৈঠকে নবি ﷺ-এর ঘোষণা ৯৩
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ভিত্তিতে রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ লাভ..... ৯৪

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জান্নাতের চাবি ৯৪
তবে, দাঁত-ছাড়া-চাবি নিয়ে গেলে জান্নাতের দরজা খোলা হবে না ৯৪
দাঁত দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে ৯৫
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব করে ৯৫
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৯৬
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ গোনাহগার ব্যক্তিরও উপকারে আসবে ৯৮
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ভিত্তিতে জানমাল সুরক্ষিত থাকবে, আর বিচারের দায়িত্ব আল্লাহর ৯৮
কিছু বিপথগামী লোকের দ্বারা এ বিধান লঙ্ঘন ৯৮
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারীদের কাফির ঘোষণার বিধিনিষেধ ৯৯
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর চেয়ে ভারী কিছুই নেই ১০১

বান্দা ও আল্লাহ পরস্পরের অধিকার ১০৩
আল্লাহর অধিকারে মনোযোগী না হলে, বান্দার অধিকারে দৃষ্টি দেওয়া হয় না ১০৬

জান্নাতে যাওয়ার কিছু আমল ১০৭
হালাল-হারাম মেনে চলা ১০৭
হালাল-হারাম নির্ধারণের এখতিয়ার আল্লাহর ১০৭
আখিরাতে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, যারা তাঁকে দুনিয়ায় অভিভাবক মানে..১১৩
আল্লাহ, ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে মেনে সন্তুষ্ট থাকার পুরস্কার জান্নাত ১১৪
আর জিহাদের জন্য জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এক শ স্তর ১১৪
ওহিকে সত্য হিসেবে মেনে না নেওয়ার পরিণতি জাহান্নাম ১১৫
তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর জন্য জাহান্নাম হারাম ১১৫

ইসলামের বিভিন্ন ফরজ বিধান ১১৬
নামাজ, রোযা ও যাকাতের গুরুত্ব ১২১
নামাজ পড়ার উত্তম সময় ১২২
নামাজ আদায়ের সময় এবং ওজুর মহত্ত্ব ১২৪
যাকাত দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি ও আত্মশুদ্ধির মর্মকথা ১২৮

চারটি কাজের আদেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ ১২৯
পানপাত্র-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীকালে শিথিল করা হয়েছে ১৩২

মুমিনের শর্তাবলি ১৩৩
চারটি বিষয় মেনে না নিলে মুমিন হওয়া যায় না ১৩৩
কেউ মুমিন কি না, তা যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন ১৩৩
ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য ১৩৫
আল্লাহর ওলি কারা? ১৩৫
মুমিনদের তিনটি ভাগ ১৩৬
ঈমানের সারনির্যাস বা মৌলিক গুণের অধিকারী হওয়ার উপায় ১৩৬
ঈমানের আনন্দ অন্তরে ঢুকলে, মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে না ১৩৯
ঈমানের স্বাদ পেতে হলে তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা চাই ১৪০
ঈমানের মিষ্টতা প্রসঙ্গে ইবনু মাসউদ ﵁-এর বক্তব্য ১৪০

লজ্জাবোধ ও ঈমান ১৪১
লজ্জা ঈমানের অংশ আর অশ্লীলতা অসভ্যতার অংশ ১৪১
লজ্জা ইসলামের বিধান আর অশ্লীলতা ঘৃণ্য স্বভাব ১৪১
লাজুকতার জন্য কাউকে তিরস্কার করা অনুচিত ১৪১
লজ্জা ও কমকথা ঈমানের শাখা, অসভ্যতা ও বাচালতা মুনাফিকির শাখা ১৪২
লজ্জা ও কমকথা মানুষকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে যায় ১৪২
লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে লাগানো, একটি গেলে অপরটিও চলে যায় ১৪২

ধৈর্য ও ঈমান ১৪৪
ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াকীন হলো পুরো ঈমান ১৪৪
ইয়াকীন দুর্বল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নবি ﷺ-এর আশঙ্কা ১৪৪

ঈমান ও সত্যবাদিতা ১৪৫
পরস্পর-বিপরীত দুটি বিষয় অন্তরে একসঙ্গে থাকে না ১৪৫

সত্যবাদিতা ঈমানের দিকে ধাবিত করে, আর ঈমানের পরিণতি জান্নাত ১৪৫
মুমিনের স্বভাবের মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণা নেই ১৪৬
মিথ্যা ছাড়ার আগ পর্যন্ত ঈমানে পূর্ণতা আসে না ১৪৬

ঈমান যেভাবে পূর্ণতা পায় ১৪৭
ঈমানের পূর্ণতার জন্য কিছু নিয়মকানুন আছে ১৪৭
পূর্ণাঙ্গ ঈমানের কিছু নিদর্শন ১৪৭
সুবিচার করা, সালাম দেওয়া, দানখয়রাত করা ১৪৭
উত্তম আচরণ ১৪৭
আল্লাহর ভয় ও ধৈর্য ১৪৮
কোমল ব্যবহার ও মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ১৪৯
বিপদকে নিয়ামাত মনে করা ও নামাজের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা ১৪৯
ভালোবাসা, ঘৃণা, দান, বঞ্চনা—সবই আল্লাহর উদ্দেশে হওয়া ১৫০

ঈমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক ১৫৮
ফাতিমা ও আব্বাস ﷺ-এর প্রতি নবি ﷺ-এর নির্দেশ ১৫৮
ঈমানের সঙ্গে যেসব কাজকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ১৫৯
রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ১৫৯
মানুষকে নিরাপদ রাখা ১৬৩
খাবার খাওয়ানো ও সালাম দেওয়া ১৬৪
আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলা, ভালো কথা বলা নতুবা চুপ থাকা, প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ১৬৪
নিয়মিত মাসজিদে যাওয়া ১৬৬
মুসলিমকে হত্যা না করা, জিহাদ চলমান রাখা ও তাকদীরে ঈমান রাখা ১৬৬
নিজের জন্য যা পছন্দ, অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করা ১৬৬
সাহাবিদের কর্মকাণ্ডের ওপর এ শিক্ষার প্রভাব ১৬৭
আনসার সাহাবিদের ভালোবাসা ১৬৮
আলি ﷺ-কে ভালোবাসা ১৬৯
খারাপ বিশ্বাস লালন করে খারাপ কাজ করা সবচেয়ে বড়ো মুসিবত ১৬৯

ঈমানের ফলাফল ১৭১
ঈমানের ফল নিরাপত্তা ১৭১
নিরাপত্তা-লাভের শর্তাবলি উল্লেখ করে নবি ﷺ-এর ফরমান ১৭৫
তাবূক অঞ্চলে ১৭৫
ওমানে ১৭৬
খুযাআ গোত্রের প্রতি ১৭৬
হামদানের জনতার উদ্দেশে ১৭৮
ফুজাইয়ি' আমিরি ও তার অনুসারীদের প্রতি ১৭৯
আল্লাহর কাছে মুমিনের মর্যাদা ১৮০
কাউকে ইসলাম-গ্রহণ করানোর মহত্ত্ব ১৮৩
আন্তরিকভাবে ইসলাম-গ্রহণ করলে পেছনের গোনাহ মাফ ১৮৩
ইসলাম-গ্রহণ করলে আগের ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়া যাবে ১৮৬
তবে, ইসলাম-গ্রহণের পর কাজ হতে হবে সুন্দর ১৯০
ইসলামের বিধান সুন্দরভাবে পালন করলে সাত শ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান ১৯১
মুসলিম ও কাফিরের যৌথ বিষয়ে মুসলিম অধিক হকদার ১৯১
ঈমানের ভিত্তিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফেরত প্রদান ১৯১
অপরাধ না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না ১৯২
নওমুসলিমের অধিকার ও দায়দায়িত্ব সমান ১৯২
শর্তসাপেক্ষে ইসলাম গ্রহণ করলেও যাকাত দিতে হবে ১৯৩
যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ যদি ঈমানের স্বীকৃতি দেয় ১৯৩

বাইআত বা আনুগত্যের শপথ ২০৫
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে ২০৫
আহলুল আমর বা শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে শপথ ২০৫
শাসকের আনুগত্য কুরআন-সুন্নাহ সাপেক্ষ: ইবনু উমর ﷺ-এর উদাহরণ ২০৬
স্পষ্ট কুফরের ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয় ২০৬
ইমাম নববির ব্যাখ্যা ২০৭
শাসক যদি কুফরে লিপ্ত হয় ২০৭
শাসক যদি কুফরে লিপ্ত না হয়ে, শুধু ফাসিকি, জুলুম ও অধিকার-বঞ্চনা—এসব অপরাধে

লিপ্ত হয় ২০৭
সাহাবিগণ যেসব বিষয়ে বাইআত নিয়েছেন ২০৭
শির্ক, চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া ২০৭
কালিমা, নামাজ, যাকাত, হজ, রোযা ও জিহাদ ২০৯
তাকদীরের ভালো-মন্দ মেনে নেওয়া ২১০
মানুষের কাছে কোনোকিছু না-চাওয়া ২১১
ঈমান, ইসলাম ও জিহাদ ২১১
নারীদের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার ধরন ২১২
নারীদের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার সময় নবি ﷺ তাদের স্পর্শ করেননি ২১২
মুহাজির নারীদের বাইআত নেওয়ার সময় যা বলতে হতো ২১৪
নাবালকের শপথ ২১৫
নবি ﷺ নাবালকের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেননি ২১৫
নাবালকের শপথের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ২১৫
হুদাইবিয়ার দিন শপথগ্রহণ ২১৫

বিদায় হজের ভাষণ ২১৬
মক্কায় ছোটোখাটো বিষয়ে শয়তানের আনুগত্য-প্রসঙ্গ ২১৭
ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ ২১৮

দ্বীন মেনে চলার কিছু নিয়মকানুন ২২১
আল্লাহর কাছে যে ধরনের দ্বীন অধিক পছন্দের ২২১
সত্য ও উদার দ্বীন ২২১
যে দ্বীনদারি অধিক স্থায়ী ২২১
দ্বীনের কিছু মৌলিক বিষয় ২২২
দ্বীন-পালন হতে হবে কপটতামুক্ত ২২৬
দ্বীন মানার ক্ষেত্রে সহজ-পথ অনুসরণ করা উত্তম ২৩০
অনর্থক কঠোরতা নিন্দনীয় ২৩৫
নম্রতার মহত্ত্ব ২৩৮
দ্বীনি দাওয়াতের ক্রমধারা ২৩৯

প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত, তারপর অন্যান্য আমলের ২৩৯
দ্বীন নিরাপদ রাখতে হলে সন্দেহযুক্ত বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে ২৪০
যা-কিছু মনে খটকা সৃষ্টি করে, তা বাদ দেওয়ার নির্দেশ ২৪৩
অন্তরে আগে ঢুকে ঈমান, তারপর কুরআন ২৪৪
আল্লাহর সামনে মানুষের চেয়ে অন্যান্য মাখলূক বেশি অনুগত ২৪৪
কিয়ামাতের বিভীষিকার সামনে সারাজীবনের সমস্ত নেক আমলও তুচ্ছ ২৪৪

মুমিনের উদাহরণ ২৪৬
একজন মুমিন এক হাজার সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কল্যাণময় ২৪৬
খেজুরগাছের মতো মুমিনের সবকিছুই উপকারী ২৪৬
মুমিনের দৃঢ়তা খেজুরগাছের সঙ্গে তুলনীয় ২৪৬
প্রাচুর্য ও দুঃখদুর্দশা উভয়টিই মুমিনের জন্য কল্যাণকর ২৪৮
মুমিন ও মুশরিকের পরিণতি এবং বিভিন্ন কাজের উদাহরণ ২৪৮
মুমিন যেন আতর-বিক্রেতা ২৫০
মুমিন ও অবাধ্য লোকের তুলনামূলক চিত্র ২৫০
মহৎ বনাম প্রতারক ২৫০
সুস্বাদু ফল ও আতর-বিক্রেতা বনাম তিতা ফল ও কামারের হাপর ২৫০

ঈমান ও মুনাফিকি ২৫৩
মুমিন ও মুনাফিক: দোলায়মান শস্যক্ষেত বনাম দেবদারু গাছ ২৫৩
মুমিন ও মুনাফিকের নিয়ত ও কাজের পার্থক্য ২৫৩
মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের কলবের উদাহরণ ২৫৪
মুনাফিকের কিছু আলামত ২৫৫
অভিশাপ, লুটপাট, খেয়ানত, নামাজ ও মাসজিদের প্রতি অনীহা, অহংকার, নিষ্ঠুরতা, অতিরিক্ত ঘুম ও হইহুল্লোড় ২৫৫
মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত, ওয়াদা-ভঙ্গ ২৫৫
অন্তরে মুনাফিকি মূলত ওয়াদা-ভঙ্গ ও মিথ্যাবাদিতার শাস্তি ২৫৬
মুনাফিক যেভাবে মিথ্যাবাদিতা, খেয়ানত ও ওয়াদা-ভঙ্গ করে ২৫৭
মুনাফিক পিতার সঙ্গে ভালো আচরণ করার জন্য সাহাবির প্রতি নির্দেশ ২৫৭

রাসূল ﷺ হুযাইফা ﷺ-কে কয়েকজন মুনাফিকের নাম বলেছিলেন ২৫৮
কয়েকজন মুনাফিকের নাম উল্লেখ করে তাকওয়ার পথে চলার নির্দেশ ২৫৯
নবি ﷺ-এর ওপর মুনাফিকদের হামলার চেষ্টা ২৫৯
নবি ﷺ যে-কারণে মুনাফিকদের হত্যা করেননি ২৬১
হামলা-চেষ্টায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের পরিচয় ২৬২
এক মুনাফিককে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি-প্রার্থনা ২৬৩
রাসূল ﷺ কয়েকজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ২৬৪
রাসূল ﷺ-এর মজলিসে এক অভিশপ্ত ব্যক্তির প্রবেশ ২৬৫
রাসূল ﷺ কোনও মুমিনকে বদদুআ দিলে, সেটি তার জন্য পরিশুদ্ধি-স্বরূপ ২৬৫
কয়েকজন সাহাবি মৃত্যুর পর নবি ﷺ-এর সাক্ষাৎ পাবে না ২৬৬
এ-কথা শোনার পর উমর ﷺ-এর প্রতিক্রিয়া ২৬৬
আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ-এর শঙ্কা ২৬৬
সাহাবিদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক ২৬৭
এক সাহাবি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মন্তব্য ২৬৮
সিফ্‌ফীন যুদ্ধের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ-এর মন্তব্য ২৬৮
কিছু লোক মুমিন না হয়েও আযান দেবে এবং নামাজ কায়েম করবে ২৬৮
একটি গোত্রের ইসলাম-ত্যাগের ব্যাপারে উমর ﷺ-এর আশঙ্কা ২৬৮
মুনাফিকির ব্যাপারে আতঙ্কে থাকে মুমিন, আর নিশ্চিন্ত থাকে মুনাফিক ২৬৯
ঈমান বা কুফর—যে অবস্থায় মৃত্যু, সে-অবস্থায় পুনরুত্থান ২৬৯

সীরাতে মুস্‌তাকীমের উদাহরণ ২৭১
আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ-এর ব্যাখ্যায় সীরাতে মুস্‌তাকীম ২৭২

নবি ﷺ-এর ইসরা বা মি'রাজের রাতে সফর ২৭৪
বক্ষ বিদীর্ণকরণ ও আকাশে আরোহণ ২৯১
ইসরা'য় নবি ﷺ যা দেখলেন ২৯৫
বাইতুল মাকদিসে নবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ২৯৫
সুদখোরের পরিণতি ও মহাকাশের ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতার কারণ ২৯৭
ফিরআউনের মেয়ের সেবিকার সুঘ্রাণ ২৯৮

নবি ﷺ-এর একটি স্বপ্ন ৩০০
নবি ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? ৩০৬
আয়িশা ﵂-এর ভিন্ন মত ৩০৭
ইসরা থেকে ফেরার পর নবি ﷺ-কে মক্কার মুশরিকদের পরীক্ষা ৩১০

অদৃশ্য জগতের কিছু কথা ৩১৫
আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য ৩১৫
আল্লাহ তাআলার পর্দা ৩১৫
আল্লাহ তাআলার নূর বা আলোকরশ্মির প্রখরতা ৩১৫
আল্লাহ তাআলা ঘুমান না ৩১৭
তাঁর আসন মহাকাশ ও পৃথিবী বেষ্টন করে রেখেছে ৩১৮
মহাকাশ ও পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় ৩১৮
জাতির উত্থান-পতন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ৩২০
আল্লাহ সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন.....৩২০
সন্তান ও জীবিকা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ৩২১
মহাবিশ্বের বিশালতা ৩২২
ফেরেশতাদের কিছু পরিচয় ৩২৪
বিশাল আকৃতি ৩২৪
শয়তান পরিচিতি ৩২৬
ইবলীসের বার্তাবাহক, খাবার, ফাঁদ, ঘোষক, মাসজিদ ও অন্যান্য বিষয় ৩২৬
শির্ক ও খুনখারাবির জন্য ইবলীস তার চেলাকে মুকুট পরিয়ে দেয় ৩২৭
আর পথভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হলে ইবলীস তার চেলাকে শূলিতে চড়ায় ৩২৮
পরিবারে ভাঙন-ধরানো ইবলীসের প্রিয় কাজ ৩২৮
কোনও কোনও অলৌকিক ঘটনা শয়তানের কারসাজি ৩২৯
মুমিনের পেছনে লেগে থেকে শয়তান ক্লান্ত হয়ে পড়ে ৩৩০

জাহিলি যুগের লোকদের পরিণতি ৩৩১
নবি ﷺ-এর মায়ের অবস্থান ৩৩১
নবি ﷺ-এর পিতার অবস্থান ৩৩৫
জাহিলি যুগে মারা-যাওয়া আরও কয়েকজনের পরিণতি ৩৩৫

আরবে মূর্তিপূজার প্রবর্তক আবূ খুযাআ ৩৩৫
আবূ তালিব ৩৩৫
আবূ তালিব মৃত্যুর সময়ও ইসলাম গ্রহণ করেননি ৩৩৫
তবে, নবি ﷺ-এর সঙ্গে সুসম্পর্কের ওসীলায় তার শাস্তি কিছুটা কমানো হয়েছে ৩৩৭
হাতিম তাঈ ৩৩৮
আমির দব্বি ৩৩৮
কবি ইমরাউল কাইস ৩৩৯
হিশাম ইবনুল মুগীরা..... ৩৩৯
হুছাইন ইবনু উবাইদ ৩৪০
এক বেদুইনের পিতা ৩৪০
মুলাইকা ৩৪১
অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যারা মারা যায় তাদের পরিণতি ৩৪২
নেককার সন্তান মুশরিক পিতার কোনও উপকারে আসবে না ৩৪২

কবীরা গোনাহ ৩৪৪
আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা-ই কবীরা গোনাহ ৩৪৪
কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ৩৪৪
কবীরা গোনাহ এড়িয়ে চলার বিনিময় জান্নাত ৩৪৪
রাসূল ﷺ-এর যুগের অনেক ধ্বংসাত্মক গোনাহকে আজকাল তুচ্ছ মনে করা হয় ৩৪৫
যেসব কাজ কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ৩৪৫
শির্ক, খুন, সুদখোরি, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, জিহাদের সময় পলায়ন, অপবাদ আরোপ, মুসলিম পিতামাতার অবাধ্যতা ও কা'বার সম্মানহানি ৩৪৫
অন্যায় লড়াইয়ে খুনি ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী ৩৪৬
ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া, আত্মসাৎ করা ৩৪৭
হিজরত করার পর আবার বেদুইন-জীবনে ফিরে যাওয়া ৩৪৮
রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা ৩৪৯
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, চুরি করা ৩৫০
মদপান করা ৩৫০
মিথ্যা কথা বলা ৩৫১
জমির সীমানা পরিবর্তন, অন্ধকে ভুলপথে চালানো, সমকামিতা ৩৫২

জাদুবিদ্যা, মুমিনদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা ৩৫৩
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ৩৫৪
আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে করা ৩৫৪
মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া ৩৫৪
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষকে না-দেওয়া ৩৫৫
মুসলিমদের জামাআত ত্যাগ করা, মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য-প্রদর্শন করা, অহংকার করা ৩৫৫
আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা ৩৫৬
কথা-কাজে নোংরামি ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া ৩৫৬
কৃপণতা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, আত্মগৌরব ও আত্মতুষ্টি ৩৫৭

শির্ক ৩৫৯

শির্কের বিভীষিকা ৩৫৯
শির্ক এক মহা জুলুম ৩৫৯
শির্কের পরিণাম জাহান্নাম ৩৫৯
শির্ক-সহ আরও চারটি কাজের কোনও কাফফারা হয় না ৩৬১
শির্ক থাকলে কোনও ভালো কাজ উপকারে আসবে না ৩৬২
শির্ক, পিতামাতার অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে পলায়ন—এ তিনটির সঙ্গে কোনও আমল উপকারে আসবে না ৩৬২
শির্ক, নামাজ, যাকাত ও কুরআনের উপমা ৩৬২
শির্কমুক্ত থাকার সুফল ৩৬৭
শির্কমুক্ত অবস্থায় মারা গেলে জান্নাতের সুসংবাদ ৩৬৭
শির্ক ও নিষিদ্ধ খুনখারাবি থেকে বিরত থাকার প্রতিদান জান্নাত ৩৭২
শির্ক থেকে মুক্ত থাকার উপায় ৩৭২
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া ৩৭২

ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেসব কারণে ৩৭৪

কালিমায়ে শাহাদাত, নামাজ ও রোযা ছেড়ে দেওয়া ৩৭৪
যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানো ৩৭৪
নিজের বংশধারা অস্বীকার করা ৩৭৬